فِلِسْطِيْنَ المُحْتَلَّةُ وَ نِهَايَةُ دَوْلَةِ إِسْرَائِيْلَ

وَأَنْتَ أَيُّهَا النَّجِسُ الشِّرِّيرُ، رَئِيسُ إِسْرَائِيلَ، الَّذِي قَدْ جَاءَ يَوْمُهُ فِي زَمَانِ إِثْمِ النِّهَايَةِ

ওহে ইস্রায়েলের দুষ্ট নেতারা, তোমরা হত হবে। তোমাদের শাস্তির সময় এসেছে, শেষ দশা ঘনিয়ে আসছে!" - তাউরাত, ইজেকিয়েল ২১, শ্লোক ২৫

২০২২ সালে না হলেও নিশ্চিত পতনের পথে ইসরাইল

মূলঃ

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

অনুবাদঃ

আব্দুল্লাহ যোবায়ের



২০২২ সালে না হলেও নিশ্চিত পতনের পথে ইসরাইল

মূল আরবি: আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
স.ম. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা: ০৪

প্রকাশক

সওতুল মদীনা

প্রকাশকাল

শাবান ১৪৪২, এপ্রিল ২০২১

মূল্য : ৬০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ
ঢাকাঃ বায়তুল মুকাররাম, মুজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরী
মুহাম্মদ তামিম হোসাইন, বায়তুল মোকাররম, বায়তুন জুয়েলার্স, ২য় তলা, মোবাইল: +8801940988788
দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা ছালেহিয়া লাইব্রেরী
+8801733965450
সিলেটঃ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, নুমানিয়া লাইব্রেরী
চট্রগ্রামঃ রেজায়ে মোস্তফা লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা
আলহাজ্ব কাজী সাদিকুল ইসলাম জামালিয়া দরবার শরীফ হালিশহর
+8801812381305
ঝিনাইদহঃ নাজমুস সাদাত, মোবাইলঃ +8801777291809

অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com

প্রথমবার ফিলিস্তিন বিজয়ঃ

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ دِمَشْقَ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ إِيلِيَاءَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ يَبْذُلُونَ الْجِزْيَةَ أَوْ يُؤْذَنُونَ بِحَرْبٍ. فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوا إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ. فَرَكِبَ إِلَيْهِمْ فِي جُنُودِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى دِمَشْقَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، ثُمَّ حَاصَرَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَجَابُوا إِلَى الصُّلْحِ بِشَرْطِ أَنْ يَقْدَمَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بِذَلِكَ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِأَنْ لَا يَرْكَبَ إِلَيْهِمْ ; لِيَكُونَ أَحْقَرَ لَهُمْ وَأَرْغَمَ لِأُنُوفِهِمْ، وَأَشَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالْمَسِيرِ إِلَيْهِمْ ; لِيَكُونَ أَخَفَّ وَطْأَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي حِصَارِهِمْ بَيْنَهُمْ، فَهَوِيَ مَا قَالَ عَلِيٌّ وَلَمْ يَهْوَ مَا قَالَ عُثْمَانُ. وَسَارَ بِالْجُيُوشِ نَحْوَهُمْ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَسَارَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الشَّامِ تَلَقَّاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَرُءُوسُ الْأُمَرَاءِ كَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَتَرَجَّلَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَتَرَجَّلَ عُمَرُ، فَأَشَارَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِيُقَبِّلَ يَدَ عُمَرَ، فَهَمَّ عُمَرُ بِتَقْبِيلِ رِجْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَكَفَّ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَكَفَّ عُمَرُ. ثُمَّ سَارَ حَتَّى صَالَحَ نَصَارَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ إِجْلَاءَ الرُّومِ إِلَى ثَلَاثٍ، ثُمَّ دَخَلَهَا إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي دَخَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ .وَيُقَالُ :إِنَّهُ لَبَّى حِينَ دَخَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَصَلَّى فِيهِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ بِمِحْرَابِ دَاوُدَ، وَصَلَّى بِالْمُسْلِمِينَ فِيهِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنَ الْغَدِ، فَقَرَأَ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ "ص" وَسَجَدَ فِيهَا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ "بَنِي إِسْرَائِيلَ" ثُمَّ جَاءَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَاسْتَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا مِنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ كَعْبٌ أَنْ يَجْعَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ :ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَّةَ. ثُمَّ جَعَلَ الْمَسْجِدَ فِي قِبْلِيِّ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَهُوَ الْعُمَرِيُّ الْيَوْمَ، ثُمَّ نَقَلَ التُّرَابَ عَنِ الصَّخْرَةِ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ وَقَبَائِهِ، وَنَقَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ. وَسَخَّرَ أَهْلَ الْأُرْدُنِّ فِي نَقْلِ بَقِيَّتِهَا، وَقَدْ كَانَتِ الرُّومُ جَعَلُوا الصَّخْرَةَ مَزْبَلَةً ; لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الْيَهُودِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تُرْسِلُ خِرْقَةَ حَيْضَتِهَا مِنْ دَاخِلِ الْحَوْزِ لِتُلْقَى فِي الصَّخْرَةِ، وَذَلِكَ مُكَافَأَةً لِمَا كَانَتِ الْيَهُودُ عَامَلَتْ بِهِ الْقُمَامَةَ، وَهِيَ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَتِ الْيَهُودُ صَلَبُوا فِيهِ الْمَصْلُوبَ، فَجَعَلُوا يُلْقُونَ عَلَى قَبْرِهِ الْقُمَامَةَ، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ سُمِّيَ ذَلِكَ

الْمَوْضِعُ الْقُمَامَةَ، وَانْسَحَبَ الِاسْمُ عَلَى الْكَنِيسَةِ الَّتِي بَنَاهَا النَّصَارَى هُنَالِكَ، وَقَدْ كَانَ هِرَقْلُ حِينَ جَاءَهُ الْكِتَابُ النَّبَوِيُّ وَهُوَ بِإِيلِيَاءَ، وَعَظَ النَّصَارَى فِيمَا كَانُوا قَدْ بَالَغُوا فِي إِلْقَاءِ الْكُنَاسَةِ عَلَى الصَّخْرَةِ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى مِحْرَابِ دَاوُدَ، قَالَ لَهُمْ :إِنَّكُمْ لَخَلِيقٌ أَنْ تُقْتَلُوا عَلَى هَذِهِ الْكُنَاسَةِ مِمَّا امْتَهَنْتُمْ هَذَا الْمَسْجِدَ، كَمَا قُتِلَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى دَمِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا. ثُمَّ أُمِرُوا بِإِزَالَتِهَا، فَشَرَعُوا فِي ذَلِكَ، فَمَا أَزَالُوا ثُلُثَهَا حَتَّى فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ فَأَزَالَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ[1].

فتح بيت المقدس وما عهد أمير المؤمنين لأهل إيلياء:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَعْطَى عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلَ إِيلْيَاءَ مِنَ الأَمَانِ، أَعْطَاهُمْ أَمَانًا لِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَلِكَنَائِسِهِمْ وَصُلْبَانِهِمْ، وَسَقِيمِهَا وَبَرِيئِهَا وَسَائِرِ مِلَّتِهَا، أَنَّهُ لَا تُسْكَنُ كَنَائِسُهُمْ وَلَا تُهْدَمُ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْهَا وَلَا مِنْ حَيِّزِهَا، وَلَا مِنْ صَلِيبِهِمْ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يُكْرَهُونَ عَلَى دِينِهِمْ، وَلَا يُضَارَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يَسْكُنُ بِإِيلْيَاءَ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَعَلَى أَهْلِ إِيلْيَاءَ أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ كَمَا يُعْطِي أَهْلُ الْمَدَائِنِ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا الرُّومَ وَاللُّصُوتَ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ آمِنٌ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَبْلُغُوا مَامَنَهُمْ، وَمَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ فَهُوَ آمِنٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ إِيلْيَاءَ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ إِيلْيَاءَ أَنْ يَسِيرَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مَعَ الرُّومِ وَيُخْلِيَ بِيَعَهُمْ وَصُلُبَهُمْ فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى بِيَعِهِمْ وَصُلُبِهِمْ، حَتَّى يَبْلُغُوا مَامَنَهُمْ، وَمَنْ كَانَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ قَبْلَ مَقْتَلِ فُلَانٍ، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ قَعَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى أَهْلِ إِيلْيَاءَ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَمَنْ شَاءَ سَارَ مَعَ الرُّومِ، وَمَنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يَحْصُدَ حَصَادَهُمْ، وعَلَى مَا فِي هَذَا الكِتَابِ عَهْدُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ وَذِمَّةُ الخُلَفَاءِ وَذِمَّةُ المُؤْمِنِينَ إِذَا أَعْطُوا الذِي عَلَيْهِمْ مِنَ الجِزْيَةِ، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَعَمْرُو بْنُ العَاصِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَكَتَبَ وَحَضَرَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ [2]

---

[1] البداية والنهاية ، سنة خمس عشرة فتح بيت المقدس ص 555

[2] تاريخ الطبري ، الجزء الثالث سنه خمس عشره ذكر فتح بيت المقدس ص 609

উমর (রাঃ) এর ঘোষণা বা চুক্তিনামা

পরম দয়ালু এবং করুণাময় আল্লাহ'র নামে। এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর বান্দা, ঈমানদারদের সেনাপতি উমর, জেরুজালেমের জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছে। নিশ্চয়তা দিচ্ছে তাদের জান, মাল, গীর্জা, ক্রুশ, শহরের সুস্থ-অসুস্থ এবং তাদের সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির। মুসলিমরা তাদের গীর্জা দখল করবেনা এবং ধ্বংসও করবেনা। তাদের জীবন, কিংবা যে ভুমিতে তারা বসবাস করছে, কিংবা তাদের ক্রুশ, কিংবা তাদের সম্পদ – কোনোকিছুই ধ্বংস করা হবে না। তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হবে না। কোন ইহুদি তাদের সাথে জেরুজালেমে বসবাস করবে না।

জেরুজালেমের অধিবাসীদের অন্যান্য শহরের মানুষের মতই কর (ট্যাক্স) প্রদান করতে হবে এবং অবশ্যই বাইজেন্টাইনদের ও লুটেরাদের বিতাড়িত করতে হবে। জেরুজালেমের যেসব অধিবাসী বাইজেন্টাইনদের সাথে চলে যেতে ইচ্ছুক, গীর্জা ও ক্রুশ ছেড়ে নিজেদের সম্পত্তি নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছুক, তাদের আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত তারা নিরাপত্তা পাবে। গ্রামের অধিবাসীরা চাইলে শহরে থেকে যেতে পারে, কিন্তু তাদের অবশ্যই শহরের অন্যান্য নাগরিকদের মত কর প্রদান করতে হবে। যে যার ইচ্ছেমতো বাইজেন্টাইনদের সাথে যেতে পারে কিংবা নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারে। ফসল কাটার আগে তাদের থেকে কিছুই নেয়া হবেনা।

যদি তারা চুক্তি অনুযায়ী কর প্রদান করে, তাহলে এই চুক্তির অধীনস্ত শর্তসমূহ আল্লাহর নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ, তাঁর নবীর উপর অর্পিত দায়িত্বের ন্যায় সকল খলিফা এবং ঈমানদারদের পবিত্র কর্তব্য।[3]

১০৯৯ ফিলিস্তিন ক্রুসেডারদের দখলেঃ

হযরত ওমরের (রা.) খেলাফতের সময় ৬৩৮ সালে বায়তুল মুকাদ্দাস, জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিন পুরোপুরি মুসলমানদের দখলে আসে। কালের পরিক্রমায় ১০৯৯ সালের ৭ জুন খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন।

[3] তারিখ তাবারী, ৩ খন্ড, ১৫ হিজরী, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, পৃ ৬০৯

১৫ জুলাই ১০৯৯ সালে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা পুরো সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম দখল করে। এরপর তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সেদিন মুসলমানদের রক্তে প্লাবিত হয়েছিল পবিত্র আল-আকসার ভেতর ও বাহির। প্রায় ১০ হাজার মানুষকে তারা হত্যা করে। এরপর মসজিদকে একটি প্রাসাদ ও মসজিদের প্রাঙ্গণে অবস্থিত কুব্বাতুস সাখরাকে গির্জা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে।
আল-আকসা দখলের পর মুসলমানদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন চালাতে থাকে খ্রিস্টানরা। যেমনটা এখন ইহুদিরা ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। এমন কঠিন মুহূর্তে মুসলমানদের প্রয়োজন ছিল একজন মুক্তিদূতের। যিনি ইসলামের পবিত্রভূমিকে আবার মুসলমানদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

১১৮৭ দ্বিতীয়বার ফিলিস্তিন বিজয়ঃ

সেই সময় বাগদাদ শহরে এক কাঠমিস্ত্রি থাকতেন। তিনি খুব সুন্দর করে একটি মিম্বার বানালেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সবাই মিম্বারটি দেখার জন্য ছুটে আসত। অনেকে কিনতে চাইতো, কিন্তু কাঠমিস্ত্রির ইচ্ছা ছিল এটা মসজিদুল আকসার জন্য রেখে দেবে। যেদিন মসজিদুল আকসা পুনরায় মুসলমানদের দখলে আসবে সেদিন তার বানানো এই মিম্বারটি মসজিদুল আকসায় দেবেন।
একদিন একটা ছোট ছেলে তার বাবার সাথে ওই মিম্বারটি দেখতে আসে। তখন ছেলেটি কাঠমিস্ত্রির কথা শুনলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন একদিন কাঠমিস্ত্রির স্বপ্ন পূরণ করবেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। যার নেতৃত্বে ১১৮৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিন মুসলমানদের দখলে আসে।
১১৮৭ সালের জুলাই মাসে মিসর ও সিরিয়ার প্রথম সুলতান এবং আইয়ুবীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান সালাহউদ্দিন জেরুজালেম রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেন। ১১৮৭ সালের ৪ জুলাই হাত্তিনের যুদ্ধে জেরুজালেমের রাজা গাই অব লুসিগনান ও তৃতীয় রেমন্ডের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে সালাহউদ্দিনের বাহিনী মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে খ্রিস্টান ক্রুসেডার সেনাবাহিনী প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অবশেষে ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর বিজয়ীরবেশে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করেন।

মসজিদুল আকসা অভিযানের পেছনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো, ফিলিস্তিনের হজযাত্রীদের চলাচলের পথ নিরাপদ করা। মুসলমানরা বায়তুল মোকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর ১১৮৭ সালে খ্রিস্টান ক্রুসেডার কর্তৃক একদল হজযাত্রীর ওপর হামলা ও লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটে।

আক্রান্ত মুসলিমরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে এই পথের নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি লেখেন। অন্যদিকে বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসক বেলিয়ান ডিইবিলিন বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থানরত মুসলিমদের হত্যা করার হুমকি দেন। মুসলিম হজযাত্রীদের আবেদন এবং খ্রিস্টান শাসকের হুমকির কয়েক মাসের মধ্যে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এই অভিযান পরিচালনা করেন এবং হাতিনের যুদ্ধে বায়তুল মোকাদ্দাসের জয় নিশ্চিত করেন। তবে বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়ের পর তিনি রক্তপাত এড়িয়ে যান। মুসলিম ও অমুসলিমদের সব অধিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

১২৩৩ আবারো হাতছাড়া ও ১১ বছর পর পুনরুদ্ধারঃ

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মৃত্যুর পর বায়তুল মোকাদ্দাস আবারও মুসলিমদের হাতছাড়া হয়। তবে ১১ বছর পর সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুব ১২৪৪ সালে তা পুনরুদ্ধার করেন। ১২৪৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাস মুসলিম শাসকদের অধীনেই ছিল।

ফিলিস্তিন বৃটিশের নিয়ন্ত্রণেঃ

১৯১৭ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ভূমি ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসরাইল এবং সাথে সাথেই জাতিসংঘের স্বীকৃতি পায়।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে তুরস্কের সেনাদের হাত থেকে জেরুজালেম দখল করে ব্রিটেন। তখন ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করবে। ফিলিস্তিনের গাজা থেকে দুই মাইল উত্তরে কিবুটস নামক এলাকায় তখন ইহুদিরা কৃষিকাজ করতো। ফিলিস্তিনি আরবদের পাশেই ছিল ইহুদিদের বসবাস।

সে সময় মুসলমান এবং ইহুদিদের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ১৯৩০'র দশকে ফিলিস্তিনিরা বুঝতে পারলো যে তারা ধীরে ধীরে জমি

হারাচ্ছে। ইহুদিরা দলে দলে সেখানে আসে এবং জমি ক্রয় করতে থাকে। ইতোমধ্যে জাহাজে করে হাজার হাজার ইহুদি অভিবাসী ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আসতে থাকে।

তখন ফিলিস্তিনি আরবরা বুঝতে পারে যে, তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে। ফিলিস্তিনি আরবরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিদ্রোহ করে। তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল ব্রিটিশ সৈন্য এবং ইহুদি নাগরিকরা। কিন্তু আরবদের সে বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করে ব্রিটিশ সৈন্যরা।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে দুটি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘ। একটি ইহুদিদের জন্য এবং অন্যটি ফিলিস্তিনিদের জন্য। ইহুদিরা মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশের মালিক হলেও তাদের দেয়া হয় মোট জমির অর্ধেক। ফিলিস্তিনিরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। তারা জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়।

কিন্তু ফিলিস্তিনিদের ভূখণ্ডে তখন ইহুদিরা বিজয় উল্লাস করতে থাকে। এরপর ইহুদিদের সশস্ত্র দলগুলো প্রকাশ্যে আসা শুরু করে। তাদের গোপন অস্ত্র কারখানাও ছিল। ইহুদিদের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল তাদের বিচক্ষণ নেতৃত্ব। এর বিপরীতে ফিলিস্তিনিদের কোনো নেতৃত্ব ছিল না। ইহুদিরা বুঝতে পেরেছিল যে, নতুন রাষ্ট্র গঠনের পর আরবরা তাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য আগে থেকেই তৈরি ছিল ইহুদিরা। ইহুদিদের আক্রমণে বহু ফিলিস্তিনি আরব তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ইহুদি সশস্ত্র বাহিনীর নৃশংসতা আরবদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র দলগুলো ইহুদিদের ওপর কয়েকটি আক্রমণ চালালেও ইহুদিদের জোরালো হামলার মুখে ভেঙে পড়তে শুরু করে ফিলিস্তিনিরা।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যায় ব্রিটেন। একই দিন তৎকালীন ইহুদি নেতারা ঘোষণা করেন যে, সেদিন রাতেই ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হবে। এভাবেই ১৯৪৮ সালে বিশ্ব মোড়লদের চক্রান্তে মধ্যপ্রাচ্যের বিশফোঁড়া অভিশপ্ত ইসরায়েল নামক ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তখন থেকেই ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর চলতে থাকে নির্যাতন-নিপীড়ন।

অবৈধভাবে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র ইসরায়েল ১৯৬৭ সালে ‘মসজিদে আকসা’ জোরপূর্বক দখল করে নেয়। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিজয় করা মসজিদুল আকসা হাতছাড়া হয়। এরপর থেকে সেখানকার মুসলিম জনগণ মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জায়ানবাদী

ইসরায়েল একের পর এক মুসলিম–অধ্যুষিত এলাকা জোরপূর্বক দখল করে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখে।
বর্তমানে মসজিদুল আকসা ও জেরুজালেম নগরী দখলদার ইসরায়েলিদের নিয়ন্ত্রণে। সেখানে মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ইহুদিরা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড দখল করে নিচ্ছে। এমনকি মসজিদুল আকসায় শুধু ইসরায়েলের মুসলিম বাসিন্দা ও ফিলিস্তিনিদের প্রবেশাধিকার দিচ্ছে। তাও অনেক বিধিনিষেধের মাধ্যমে। রমজান এলেই যেন ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাসী ইহুদিরা বর্বরোচিত হামলার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। জায়নবাদী সন্ত্রাসীরা মুসলমানদের পবিত্রভূমিতে আগুন দেবে। কিন্তু ফিলিস্তিনরা তার প্রতিবাদ করলে নাম দেবে ‘সন্ত্রাস’। শুধু এই কয়েক দিনে গাজায় নিহত হয়েছে ৫২ জন শিশুসহ ১৮১ জন ফিলিস্তিনি। নারী-শিশুসহ নিরীহ মানুষ হত্যার জবাবে গাজা থেকে রকেট ছোড়া হলে শহরটার ওপর লাগাতার বোমাবর্ষণ করে নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার বলে চালিয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল।
ফিলিস্তিনিদের জমি দখল করে অবৈধ বসতি স্থাপন করে যাচ্ছে দিনকে দিন। তাদের মূল লক্ষ্য জেরুজালেম থেকে সব ফিলিস্তিনিকে তাড়িয়ে দেয়া। ফিলিস্তিনের বৈধ রাজধানীকে নিজেদের রাজধানী বলে ঘোষণা করা। হয়তো নিজ চোখে না দেখলে কেউ কখনো বিশ্বাস করবে না কী পরিমাণ দমন-পীড়নের মাঝে ফিলিস্তিনিদের রাখা হয় নিজ ভূমিতে!
ইসরায়েল সেই ১৯৪৮ সাল থেকেই ফিলিস্তিনিদের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। বিরামহীনভাবে চলছে সেই হামলা নির্যাতন। প্রতিদিনই কোনো না কোনো ফিলিস্তিনিকে ঘর থেকে বের করে তার ঘরবাড়ি উড়িয়ে দিচ্ছে। কারও ভিটেমাটি কারও ফসলের জমি কেড়ে নিচ্ছে। যে কজন নিজেদের ভিটেমাটিতে বাস করছেন তাদের বসতবাড়ির চারদিকে বিশাল উঁচু দেয়াল তৈরি করে সেগুলোকে এক রকম বন্দিশালায় পরিণত করে রেখেছে।
আরব দেশগুলোর মাঝে অনৈক্যের কারণে ইহুদিদের হাতে বারবার মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। আরব বন্ধুত্ব ও মেহমানদারির কথা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাদের অনেকের বিশ্বাসঘাতক চরিত্র। একের পর এক আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক গড়ে ফিলিস্তিনের সঙ্গে বেইমানি করছে। হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে ফিলিস্তিনিদের আর বাড়াচ্ছে অনৈক্য।

মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংস্থা ওআইসি। এটি তো একটি নামসর্বস্ব সংগঠন। যেটাকে এখন বলা যেতে পারে ‘ওহ আই সি’ মানে আমি দেখছি। তাদের দেখতে দেখতে সময় চলে যায়। যে ওআইসির জন্মই হয়েছিল মসজিদে আকসা এবং ফিলিস্তিনের জন্য সেই প্রতিষ্ঠানটি গত ৫২ বছরে ফিলিস্তিনের জন্য কিছুই করতে পারলো না। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের আটটি দেশ নিয়ে ডি-এইট নামক সংস্থাটিরও একই অবস্থা। শুধু কিছু মিটিং আর বিবৃতিতে দায় শেষ।

মুসলমানদের পুণ্যভূমি আল-আকসাসহ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বিজয় ছিনিয়ে আনতে বর্তমানে একজন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর খুবই প্রয়োজন। যার সুদৃঢ় নেতৃত্বে ইসরায়েলি সন্ত্রাসী বাহিনী থেকে ফিলিস্তিন রক্ষা পাবে। এজন্য প্রয়োজন মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

কারণ, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানে বড় বড় পারমাণবিক অস্ত্রধারী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ফিলিস্তিন ইস্যুতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইতোমধ্যে ইসরায়েলকে সমর্থন জানিয়ে সরাসরি বিবৃতি দিয়েছেন। হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, গাজা থেকে হামাস ও অন্যান্য সন্ত্রাসী পক্ষের রকেট হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের প্রতি তার (বাইডেন) একনিষ্ঠ সমর্থন অব্যাহত থাকবে। শুধু তুরস্ক আর ইরান চাইলেই ইসরায়েলকে উৎখাত করা সম্ভব নয়। এজন্য একজন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নেতৃত্বে ইসরায়েলের প্রতিবেশী দেশ জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, মিসরসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো এগিয়ে আসতে হবে।[4]

[4] জিসান মাহমুদ, ফিলিস্তিনের আর্তনাদ : প্রয়োজন একজন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর, জাগোনিউজ ২৪, ১৭ মে ২০২১

نِهَايَةُ دَوْلَةِ إِسْرَائِيْلَ:

ইসরাইল রাষ্ট্রের পতন

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾ :

আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি।[5]

قَالَ تَعَالى:

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ(26)

২১- হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

২২ - তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব।'

২৩ - খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেনঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে পবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

---

[5] সূরা আনকাবুত ৪০

২৪ - তারা বললঃ হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।
২৫ - মূসা বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন।
২৬ - বললেনঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।

পবিত্র ভুমিতে ইহুদীরা প্রবেশ করতে রাজী হল না, যে কারণে সে এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরল। অবশেষে তাদেরকে জড়ো করা হল চুড়ান্ত শাস্তির জন্য, উত্থানের পর পতনে। ওয়াল্লাহু আলামু।

قَالَ تَعَالَى:

﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا(8)﴾ [6]

4- আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দুবার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং দুবার তোমাদের বড় ধরনের উত্থান হবে / অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে।
5- অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা

---

[6] سورة بني إسرائيل

প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।

6- অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুয়িয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম।

7- তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

8- হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি।

﴿لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾

الإِفْسَادُ فِيْ الأَرْضِ وَالعُلُوُّ فِيْهِمَا أَمْرَانِ مَقْرُوْنَانِ

مَرْكَزُ الإِفْسَادِ وَالعُلُوِّ يَكُوْنُ حَوْلَ بَيْتِ المَقْدِسِ

﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾

فِي المَرَّتَيْنِ كِلَيْهِمَا يُطْرَدُوْنَ مِنَ المَسْجِدِ

المَرَّةُ الأوْلى:

قَالَ تَعَالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا﴾

“অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।“[7]

---

[7] সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৫

اتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ الإِسْلَامِيَّةُ وَاليَهُوْدِيَّةُ بِأَنَّ اللهَ بَعَثَ عَلَيْهِمْ مَلِكَ فَارِسَ بُخْتَنَصَّر فِيْ المَرَّةِ الأَوْلى وَفَعَلَ فِيْهِمْ مَا فَعَلَ.
মুসলিম ও ইহুদি উভয় ধর্মের বর্ণনানুসারে প্রথমবার আল্লাহ তায়ালা পারস্য সম্রাট বুখতানাসসারকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন এবং সে যা করার করেছিল।

عَنْ حُذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ بنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا اعْتَدَوْا وَعَلَوْا، وقَتَلُوا الأَنْبِيَاءَ، بَعَثَ الله عَلَيْهِمْ مَلِكَ فَارِسَ بُخْتَنَصَّر، وكانَ الله مَلَّكَهُ سَبْعَ مِئَة سَنةٍ، فسارِ إِلَيْهمْ حتى دَخَلَ بَيْتَ المَقْدِسِ فَحاصَرَهَا وَفَتَحَها، وَقَتَلَ عَلى دَمِ زَكَرِيَّا سَبْعِينَ أَلْفا، ثُمَّ سَبَى أَهْلَها وبَنِي الأَنْبِياء، وَسَلَبَ حُليَّ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَاسْتَخْرَجَ مِنْها سَبْعِينَ أَلْفا وَمِئَةَ أَلْفِ عَجَلَةٍ مِنْ حُلَيٍّ حتى أَوْرَدَهُ بابِلَ، قال حُذيفة: فقلت: يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظيما عند الله؟ قال: أَجَلْ بَناهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ ذَهَبٍ وَدُرّ وَياقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ، وكانَ بَلاطُه بَلاطَةً مِنْ ذَهَب وَبَلاطَةً منْ فِضَّةٍ، وعُمُدُهُ ذَهَبا، أَعْطاهُ الله ذلك، وسَخَّرَ لَهُ الشَّياطينَ يأْتُونَهُ بِهذِهِ الأَشْياءِ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ، فَسارَ بُخْتَنَصَّر بهذِهِ الأَشْياءِ حتى نزلَ بِها بابِلَ، فَأَقامَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ في يَدَيهِ مِئَةَ سَنَةٍ تُعَذِّبُهُمُ المَجُوسُ وأَبْناءُ المَجُوسِ، فيهمُ الأَنْبِياءُ وأَبْناءُ الأَنْبِياء، ثُمَّ إِنَّ الله رَحمَهُمْ، فأَوْحَى إِلى مَلِك مِنْ مُلُوكِ فارِسِ يُقالُ لَهُ كُورَسُ، وكانَ مُؤْمِنا، أَنْ سِرْ إِلى بَقايا بَنِي إِسْرَائِيلَ حتى تَسْتَنْقذَهُمْ، فَسارَ كُورَسُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وحُليِّ بَيْتِ المَقْدِسِ حتى رَدَّهُ إِلَيْهِ، فَأَقامَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُطِيعينَ لله مِئَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عادُوا في المعَاصِي، فَسَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ ابْطيانْحُوسَ (10) فَغَزَا بأَبْناءِ مَنْ غَزَا مَعَ بُخْتَنَصَّر، فَغَزَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حتى أَتاهُمْ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَسَبى أَهْلَها، وأَحْرَقَ بَيْتَ المَقْدِسِ، وَقَالَ لَهُمْ: يا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ عُدْتُمْ فِي المعَاصِي عُدْنا عَلَيْكُمْ بالسِّباءِ، فَعادُوا فِي المعَاصِي، فَسَيَّر الله عَلَيْهِمُ السِّباء الثَّالِثَ مَلِكَ رُوميَّةَ، يُقالُ لَهُ قاقِسُ بْنُ إِسْبايُوس، فَغَزَاهُم فِي البَرّ والبَحْرِ، فَسَباهُمْ وَسَبى حُلِيّ بَيْتِ المَقْدِسِ، وأَحْرَقَ بَيْتَ المَقْدِسِ بالنِّيرَانِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذَا مِنْ صَنْعَةِ حُلِيّ بَيْتِ المَقْدِسِ، ويَرُدُّهُ المَهْدِيُّ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، وَهُوَ أَلْفُ سَفِينَةٍ

وسَبْعُ مِئَةِ سَفِينَةٍ، يُرْسَى بِها عَلى يافا حتى تُنْقَلَ إلى بَيْتَ المَقْدِسِ، وبِها يَجْمَعُ الله الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ"[8]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,বনি ইসরাইল যখন অবাধ্য আর অহঙ্কারী হয়ে পড়লো এবং নবিদেরকে হত্যা করলো, তখন তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পারস্যসম্রাট বুখতানাসসারকে পাঠালেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে সাতশ বছরের বাদশাহী দিয়েছিলেন। তিনি বনি ইসরাইলদের দিকে এগুলেন এবং বায়তুল মাকদিস এলাকায় এসে অবরোধ করলেন এবং জয় করলেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালামের রক্তের বদলাস্বরূপ তিনি সত্তর হাজার ইহুদিতে হত্যা করলেন। এরপর নবিদের সন্তান ও ঐ এলাকার অধিবাসীদের বন্দী করে বায়তুল মাকদিসের অলঙ্করণাদি খুলে নিয়ে এক লক্ষ্ সত্তর হাজার গাড়ি বোঝাই করে গয়না-অলঙ্কার ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন। হুযাইফা বলেন, আমি বললাম, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ। আল্লাহ তায়ালার কাছে বায়তুল মাকদিসের তাহলে বিরাট গুরুত্ব ছিল?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ। সুলাইমান ইবন দাউদ এটাকে স্বর্ণ, মণি-মুক্তা, পদ্মরাগমণি আর জমরুদ পাথর দিয়ে তৈরী করেছিলেন। এর টাইলসগুলো ছিলো স্বর্ণ আর রূপার, খুঁটিগুলো ছিল স্বর্ণের। আল্লাহই তাঁকে এগুলো দিয়েছিলেন। শয়তানদেরকে আল্লাহ তাঁর বশীভূত করে দিয়েছিলেন। তারা চোখের পলকে এসব তাঁর কাছে নিয়ে আসতো। বুখতানাসসার এগুলো সব নিয়ে বাবেলে চলে গেলেন। বনি ইসরাঈল তখন তার হাতে একশ বছরের মতো ছিল- অগ্নিউপাসক আর তাদের উত্তরপুরুষরা তাদের উপর নির্যাতন চালাতো। তখনও বনি ইসরাঈলের মধ্যে নবিরা এবং নবিদের বংশধররা ছিলেন। এরপর আল্লাহ তাদের উপর দয়াপরবশ হলেন।কুরাসু নামের এক পারস্য রাজা মুমিন ছিলেন। আল্লাহ তাকে হুকম করলেন, বনি ইসরাইলের আবাসভূমিতে গিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। কুরাসু তখন বসি ইসরাঈলের সবাইকে নিয়ে বায়তুল মাকদিসের গয়না-অলঙ্কারসহ সেখানে গেলেন এবং তাদেরকে সবকিছু ফিরিয়ে দিলেন। এরপর বনি ইসরাঈল একশ বছর আল্লাহর অনুগত ছিল। এরপর আবারও তারা বাড়াবাড়ি রকমের অবাধ্যতা শুরু করে। তখন আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে ইবতিয়ানহুসকে লেলিয়ে দেন। আগে যারা বুখতানাসসারের সাথে যুদ্ধ করেছিল, এবার তাদের বংশধররদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করলেন, ইবতিয়ানহুস

---

[8] تفسير الطبري ، تفسير البغوي

তাদের সাথে যুদ্ধ করলো। সে বনি ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এক পর্যায়ে বায়তুল মাকদিস দখল করে নিল। সেখানকার সমস্ত অধিবাসীকে দাসে পরিণত করে বায়তুল মাকদিস পুড়িয়ে দিল। তাদেরকে বলল, 'ওহে বনি ইসরাঈল। তোমরা যদি অবাধ্যতায় বাড়াবাড়ি করো, আমরাও তোমাদেরকে দেশছাড়া করতে বাড়াবাড়ি করবো। এরপরও তারা অবাধ্যতায় বাড়াবাড়ি করলো। আল্লাহ এবার তাদের উপর তৃতীয় নির্বাসন হিসেবে কাকিস ইবন ইসবায়ুস নামের এক রোম সম্রাটকে লেলিয়ে দিলেন। সে বনি ইসরাঈলের সাথে জল-স্থল দুজায়গাতেই লড়াই করলো। এরপর সে বনি ইসরাঈল আর বায়তুল মাকদিসের অলঙ্কারাদি উভয়কেই দেশছাড়া করলো এবং আগুন দিয়ে বায়তুল মাকদিসকে পুড়িয়ে দিল। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বায়তুল মাকদিসের অলঙ্কারাদি নিয়ে এগুলো হয়েছিল। মাহদি আবারও সেগুলোকে এক হাজার সাতশ জাহাজে করে বায়তুল মাকদিসে ফিরিয়ে দেবেন। জাহাজগুলো জাফফা বন্দরে নোঙর ফেলবে। সেখান থেকে অলঙ্কারগুলো বায়তুল মাকদিসে নিয়ে যাওয়া হবে। এই ভূমিতেই আল্লাহ পূর্বাপর সকল মানুষকে একত্রিত করবেন।

قَالَ الكَاتِبُ وَ البَاحِثُ مُحَمَّد إِبْرَاهِيْم مُصْطَفى:

بَعْدَ اتِّسَاع أَرْضِ الخِلَافَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِيْ بَنَاهَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْقَسَمَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَدَبَّ فِيْهِمُ البِدَعُ وَحُبُّ الشَّهَوَاتِ وَالرُّكُوْنُ إِلى الدُّنْيَا وَإِهْمَالُ الكِتَابِ ، فَتَقَطَّعَتْ دَارُ الخِلَافَةِ حَتَّى صَارَتْ مَا يُعْرَفُ الآنَ بِفِلِسْطِيْنَ وَلُبْنَانَ وَسُوْرِيَا وَ الأُرْدُنَ فَقَطْ، ثُمَّ انْقَسَمَتْ بَعْدَ ذلِكَ إِلى دَوْلَتَيْنِ، لُبْنَانَ وَ سُوْرِيَا وَكَانَ إِسْمُهَا إِسْرَائِيْلَ ، وَفِلِسْطِيْنَ وَ الأُرْدُنَ وَ كَانَ اسْمُهَا يَهُوْذَا ، وَكَانَتْ عَاصِمَتُهَا القُدْسُ "أورشِلِيْمْ" [9]

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মুহাম্মদ ইবরাহিম মোস্তফা বলেন, সুলায়মান আলাইহিস সালাম ইসলামি খেলাফতের আয়তনের যে বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন, তার পরে বনি ইসরাঈলরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে বিদআত, প্রবৃত্তি পরায়ণতা, দুনিয়াপ্রীতি আর আল্লাহর কিতাবের প্রতি অবহেলা দেখা দিয়েছিল। তখন খিলাফতি রাষ্ট্র ভেঙ্গে গিয়ে বর্তমানে যা ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া আর জর্ডান- তাতে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর এই এলাকাও

---

[9] نهاية إسرائيل 31

দুটি রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে যায়। একটি রাষ্ট্র লেবানন আর সিরিয়া নিয়ে। সেটার নাম ছিল ইসরায়েল। আরেকটি রাষ্ট্র ফিলিস্তিন ও জর্ডান নিয়ে। সেটার নাম ছিল ইয়াহুযা। ইয়াহুযার রাজধানী ছিল আল কুদস উরশেলিম (জেরুজালেম)

﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾

অতঃপর তারা (বুখতানাসসারের বাহিনী) প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

وَجَاءَ فِي التَّوْرَاةِ:

19 وَأَنْتَ يَا ابْنَ آدَمَ، عَيِّنْ لِنَفْسِكَ طَرِيقَيْنِ لِمَجِيءِ سَيْفِ مَلِكِ بَابِلَ. مِنْ أَرْضٍ وَاحِدَةٍ تَخْرُجُ الاثْنَتَانِ. وَاصْنَعْ صُوَّةً، عَلَى رَأْسِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ اصْنَعْهَا.
20 عَيِّنْ طَرِيقًا لِيَأْتِيَ السَّيْفُ عَلَى رَبَّةِ بَنِي عَمُّونَ، وَعَلَى يَهُوذَا فِي أُورُشَلِيمَ الْمَنِيعَةِ.
21 لأَنَّ مَلِكَ بَابِلَ قَدْ وَقَفَ عَلَى أُمِّ الطَّرِيقِ، عَلَى رَأْسِ الطَّرِيقَيْنِ لِيَعْرِفَ عِرَافَةً. صَقَلَ السِّهَامَ، سَأَلَ بِالتَّرَافِيمِ، نَظَرَ إِلَى الْكَبِدِ.
22 عَنْ يَمِينِهِ كَانَتِ الْعِرَافَةُ عَلَى أُورُشَلِيمَ لِوَضْعِ الْمَجَانِقِ، لِفَتْحِ الْفَمِ فِي الْقَتْلِ، وَلِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْهُتَافِ، لِوَضْعِ الْمَجَانِقِ عَلَى الأَبْوَابِ، لإِقَامَةِ مِتْرَسَةٍ لِبِنَاءِ بُرْجٍ.
23 وَتَكُونُ لَهُمْ مِثْلَ عِرَافَةٍ كَاذِبَةٍ فِي عُيُونِهِمِ الْحَالِفِينَ لَهُمْ حَلْفًا. لكِنَّهُ يَذْكُرُ الإِثْمَ حَتَّى يُؤْخَذُوا.
24 لِذلِكَ هكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: مِنْ أَجْلِ أَنَّكُمْ ذَكَّرْتُمْ بِإِثْمِكُمْ عِنْدَ انْكِشَافِ مَعَاصِيكُمْ لإِظْهَارِ خَطَايَاكُمْ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِكُمْ، فَمِنْ تَذْكِيرِكُمْ تُؤْخَذُونَ بِالْيَدِ.[10]

19 Also, thou son of man, appoint thee two ways, that the sword of the king of Babylon may come: both twain shall come forth out of one land: and choose thou a place, choose it at the head of the way to the city.

---

[10] العهد القديم ، سفر حزقيال ، إصحاح 21

20 Appoint a way, that the sword may come to Rabbath of the Ammonites, and to Judah in Jerusalem the defenced.
21 For the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of the two ways, to use divination: he made his arrows bright, he consulted with images, he looked in the liver.
22 At his right hand was the divination for Jerusalem, to appoint captains, to open the mouth in the slaughter, to lift up the voice with shouting, to appoint battering rams against the gates, to cast a mount, and to build a fort.
23 And it shall be unto them as a false divination in their sight, to them that have sworn oaths: but he will call to remembrance the iniquity, that they may be taken.
24 Therefore thus saith the Lord GOD; Because ye have made your iniquity to be remembered, in that your transgressions are discovered, so that in all your doings your sins do appear; because, I say, that ye are come to remembrance, ye shall be taken with the hand[11].
১৯ “হে মনুষ্যসন্তান, দুটি রাস্তা আঁক, যা দিয়ে বাবিলের রাজার তরবারি ইস্রায়েলে আসতে পারে। দুটি রাস্তাই ঐ একই নগরী বাবিল থেকে এসেছে। তারপর রাস্তার মাথা থেকে শহর পর্য্যন্ত একটা চিহ্ন আঁক।
২০ চিহ্নটা ব্যবহার কর তরবারি কোন রাস্তা ব্যবহার করবে তা বোঝাতে। একটা রাস্তা অম্মোনীয়দের শহর রব্বার দিকে গেছে। অন্য পথটি গেছে যিহূদার দিকের সুরক্ষিত শহর জেরুশালেমে!
২১ যে জায়গায় দুই রাস্তা আলাদা হয়ে গেছে সেখানে বাবিলের রাজা এসেছে। বাবিলের রাজা ভবিষ্যত্ জানার জন্য যাদু চিহ্ন ব্যবহার করেছে।

[11] OLD TESTAMENT, KJV, Ezekiel 21

সে তীর নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, পারিবারিক দেবতার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে এবং য়কৃতের দিকে তাকিয়েছে।
২২ “ঐ চিহ্নগুলি তাকে ডানদিকের পথ ধরতে বলেছে, যে পথ জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছে! সে প্রাচীর-ভেদক যন্ত্র আনার পরিকল্পনা করছে। আজ্ঞা পেলেই তার সৈন্যরা হত্যা করতে শুরু করবে। তারা যুদ্ধের সিংহনাদ করবে এবং তারপর শহরের চারধারে মাটির প্রাচীর গড়বে। প্রাচীর পর্য়ন্ত যাবার একটা জাঙ্গাল তৈরী করবে। শহর আক্রমণের জন্য একটা কাঠের মিনারও তৈরী করবে।
২৩ ইস্রায়েলের লোকরা ঐসব যাদু চিহ্নের মানে বুঝবে না। তারা তাঁর কাছে একটা প্রতিশ্রুতি করেছিল, কিন্তু তিনি তাদের পাপ সম্বন্ধে স্মরণ করাবেন। তখন ইস্রায়েলীয়রা বন্দী হবে।”
২৪ প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “তোমরা অনেক মন্দ কাজ করেছ। তোমাদের পাপগুলো পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছে। তোমরা আমাকে স্মরণ করতে বাধ্য করেছ যে তোমরা দোষী; তাই তোমরা শত্রুদের হাতে ধরা পড়বে।[12]

المَرَّةُ الثَّانِيَةِ وَالأَخِيْرَةِ:

العُلُوُّ:

قَالَ تَعَالى:
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6)

6- অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুয়িয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম।

وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا: والنفير هم الذين ينفرون إلى أرض المعركة للقتال. ومع أن العرب كانوا أكثر عددا عام 1948م ، إلا أن اليهود كانوا أكثر نفيرا؛

[12] বাংলা বাইবেল, এজেকিয়েল ২১

ففي الوقت الذي حشد فيه العرب 20 ألفا، حشد اليهود أكثر من ثلثة أضعاف 67 ألفا.[13]

العَنَاصِرُ السِّتَّةُ المَوْجُوْدَةِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ لِقِيَامِ دَوْلَةِ إِسْرَائِيْل الثَّانِيَةِ:

1. تعاد الكرة والدولة لليهود على من أزال الدولة الولى. وهذا لم يحصل في التاريخ إلى عام 1948م كما أسلفنا.
2. تمد إسرائيل بالمال الذي يساعدها في قيامها واستمرارها، ويظهر ذلك جليا بشكل لا نجد له مثيلا في دولة غير إسرائيل.
3. تمد إسرائيل بالعناصر الشابة القادرة على بناء الدولة. ويتجلى ذلك بالهجرات التي سبقت قيام إسرائيل والتي استمرت حتى يومنا هذا.
4. عند قيام الدولة تكون أعداد الجيوش التي تعمل على قيامها أكبر من أعداد الجيوش المعادية. وقد ظهر ذلك جليا عام 1948م ، على الرغم من أن أعداد العرب تتفوق كثيرا على أعداد اليهود.
5. يُجمَع اليهود من الشتات لتحقيق وعد الآخرة. وهذا ظاهر للجميع.
6 -عندما يُجمَع اليهود من الشتات يكونون قد انتموا إلى أصول شتى، على خلاف المرة الأولى فقد كانوا جميعا ينتمون إلى أصل واحد و هو إسرائيل عليه السلام . أما اليوم فإننا نجد أن الشعب الإسرائيلى ينتمى إلى 70 قومية أو أكثر. [14]

إِفْسَادُهُمُ الثَّانِيْ وَالأَخِيْرِ:

القَضَاءُ عَلى الخِلافَةِ العُثْمَانِيَّةِ ، الحَرْبُ العَالَمِيَّةِ الثَّانِيَةِ ، الاغْتِيَالَاتُ المُدَبَّرَةُ للكَوَادِرِ ، قِيَامُ دَوْلَةِ إِسْرَائِيْلَ على دِمَاءِ الأَبْرِيَاءِ وَأَرْضٍ مُحَرَّمَةٍ، القَضَاءُ على حُكُوْمَاتٍ مُسْلِمَةِ ، السَّعْيُ فِيْ الأَرْضِ فَسَادًا فَهُمْ تَقْرِيْبًا وَرَاءَ فِيْ كُلِّ فَسَادٍ

قَالَ تَعَالى:

---

[13] عجيبة التسعة عشر / محمد أحمد الراشد العراقي
[14] عجيبة التسعة عشر / محمد أحمد الراشد العراقي

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64)﴾[15]

আর ইহুদীরা বলেঃ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উম্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার প্রতি পলনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবর্তীণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ?লিত করে, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায়। আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

শাবরা ও শাতিলা গণহত্যাঃ

- দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২১ নভেম্বর ২০১৯ মো: বজলুর রশীদ

আমরা অনেকেই ভুলে গেছি, ৩৮ বছর আগে বৈরুতের শাবরা শাতিলায় ইসরাইলি সেনাবাহিনী কিভাবে অবরুদ্ধ ৩,৫০০ জন ফিলিস্তিনি ও লেবাননি মুসলমানকে হত্যা করেছিল। ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৬টা থেকে ১৮ ডিসেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত। ইহুদিবাদী ইসরাইলি সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে ও উপস্থিতিতে খ্রিষ্টান ফালাঞ্জিস্টরা এ হত্যাকাণ্ড চালায়। এরা ইসরাইলের প্যারা মিলিশিয়া দল। ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা বা পিএলও উৎখাত ও ধ্বংস করার জন্য ইসরাইলি সেনাবাহিনী লেবাননে হামলা চালিয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের সময় ইসরাইলি সেনা, ফালাঞ্জিস্ট খ্রিষ্টান বাহিনী ও দক্ষিণ লেবানন আর্মি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। ইসরাইলি সেনাবাহিনী পুরো শাবরা ও শাতিলা শরণার্থী শিবিরের চার দিকে ঘিরে রাখে, যাতে কেউ বের হতে না পারে। রাতে এহেন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময় যুদ্ধে ব্যবহৃত ফ্লায়ার ব্যবহার করে আলোর ব্যবস্থা করা হয়।

---

[15] سورة بني إسرائيل

১৯৮৩ সালে জাতিসজ্ঘ কমিশন পুরো বিষয়টি নিরীক্ষা করে ইসরাইলকেই দায়ী করে এবং এই হত্যাকাণ্ডকে 'গণহত্যা' নামে অভিহিত করেছে। ইসরাইলের কাহান কমিশনও তদন্ত করে বলে, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ইসরাইলের নিরাপত্তা বাহিনী অবগত ছিল এবং তা বন্ধ করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়নি। কমিশন পরোক্ষভাবে হলেও ইসরাইলকে এ জন্য দায়ী করে এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারনকে হত্যাকাণ্ডের মহাবিপদকে উপেক্ষা করার জন্য অভিযুক্ত করে তাকে পদত্যাগ করতে বলেছিল। এটা আসলে ইসরাইলের একটি মুসলিম হত্যাযজ্ঞ। তা ছাড়া, ইসরাইলি কমিশন শ্যারনকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করেছে। এত কিছুর পরও শ্যারন পদত্যাগ করেননি বরং পরবর্তী সময়ে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কমিশন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ডাইরেকটর যোশুয়া সাগুকে চাকরিচ্যুত করে এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমোস আরোনের পদোন্নতি তিন বছরের জন্য স্থগিত করে দেয়। ১৯৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর, জাতিসজ্ঘের সাধারণ পরিষদ শাবরা-শাতিলা হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানায় এবং এটাকে গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করে। জাতিসজ্ঘে ভোটাভুটিতে ১২৩টি দেশ এ গণহত্যার বিরোধিতা করেছিল। জাতিসজ্ঘ বলেছে, ১৯৪৮ সালের কনভেনশন অনুসারে এই অপরাধ একটি গণহত্যা।

ইসরাইলি সৈন্যরা ঘটনার তিন মাস আগেই লেবানন আক্রমণ করে রাজধানী বৈরুতের দিকে অগ্রসর হয়ে শাতিলার উদ্বাস্তু শিবির ঘেরাও করে রেখেছিল। যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘন করে পিএলও নেতৃবর্গ এবং ১৪ হাজার যোদ্ধাকে স্থান ত্যাগ করতে বলে। নিরাপত্তা পরিষদে ১৫ সেপ্টেম্বর ৫২০ নম্বর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, সেখানে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘিত হয়েছে প্রমাণিত হয়। তবে ইসরাইল এসব সিদ্ধান্তে কোনো গা করেনি।

অপারেশন চলাকালে শাবরা শাতিলাকে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ট্যাংক, শত শত ফালাঞ্জিস্ট বাহিনী খ্রিষ্টান যোদ্ধা মোতায়েন করে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। খ্রিষ্টান বাহিনী পিএলও সদস্যদের শত্রুজ্ঞান করে থাকে। লেবাননের গৃহযুদ্ধে তারা মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিল। ওই যুদ্ধে এক লাখ ২০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। ফালাঞ্জিস্টরা মনে করে, লেবাননের প্রেসিডেন্ট বশির জামায়েলকে পিএলও হত্যা করেছে। তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ইসরাইলি সেনাদের উপস্থিতিতে খ্রিষ্টান মিলিশিয়ারা কোনো বাধা ছাড়াই ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবিরে ঢোকে। মিলিশিয়ারা সেখানে মহিলাদের ধর্ষণ ও

নির্যাতনসহ হত্যা করে তিন হাজার ৫০০ ফিলিস্তিনিকে এবং শাবরা শাতিলার অধিবাসীদের শেষ করে দেয়, বুলডোজার দিয়ে মৃতদেহ মাটি চাপা দেয়। লেবাননে পিএলও ঘাঁটি ধ্বংস করে বৈরুতে পুতুল সরকার বসানো ইসরাইলের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল এই হত্যাযজ্ঞের পেছনে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন বাহ্যিকভাবে চুপচাপ থেকে সব নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলা হয়, ১৭ সেপ্টেম্বর তাকে সব বিস্তারিত বলা হয়েছিল। তিনি 'দেখছেন' বলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'সব কাজ সেরে ফেলার' নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে তদন্ত কমিশন শ্যারনের এই সম্পৃক্ততা খুঁজে পায়।

নিরাপত্তা পরিষদের ৫২১ নম্বর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮২ সালে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ঘোষণা দেয় যে 'এটি একটি গণহত্যা'। নরপশু শ্যারন তার পদ হারালেও পরে তিনি ২০০১ সালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন। পিএলও যোদ্ধাদের বৈরুত থেকে বের করে দেয়া হয়। লেবাননে আমেরিকার বাহিনী ছিল তখন। এই ঘটনা আমেরিকার সুনাম নষ্ট করেছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান মেরিন সেনাদের দেশে তলব করেন। এক বছর পর '৮৩ সালের ২৩ অক্টোবর, বৈরুতে ২৪১ জন আমেরিকার সার্ভিসম্যান ব্যাপারে বড় দু'টি ট্রাকবোমা হামলায় নিহত হন। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান সেখান থেকে চিরদিনের মতো মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করেন। ফিলিস্তিনিদের কাছে শাবরা শাতিলা দেশান্তর, হত্যা ও নিপীড়নের বড় এক স্মারক। লেবাননে এখনো সে প্রক্রিয়া যেন সমাপ্ত হয়নি।

গাজা ভূখণ্ড, যেখানে দুই মিলিয়ন মানুষের বসবাস, সেটিও এক কারাগার মাত্র। ইসরাইলিরা পুরো গাজাকে, খাবার পানি, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বছরের পর বছর বঞ্চিত করে রেখেছে। আকাশ, সমুদ্র ও ভূমি সব দিক দিয়ে গাজাবাসীকে রাখা হয়েছে বিচ্ছিন্ন করে। তুরস্ক কয়েক বছর আগে জাহাজ করে খাবার ও ওষুধ নিয়ে গেলে ইসরাইলি সেনারা ক্রুদের মেরে সব কিছু জব্দ করে নেয়। এখন বিশ্বে গাজাই বড় কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। জাতিসঙ্ঘ মন্তব্য করেছে, গাজা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। সেখানকার লোকজন অন্যত্র চলে গেলে ইসরাইল এটাকে 'সুন্দরভাবে' সাজাবে, বাণিজ্য বন্দর ও সমুদ্রে সাবমেরিন সেন্টার বানাবে। সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ বানানোর কাজ এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। গাজার লোকজন এখন ইসরাইল যা দেয়, তার ওপর নির্ভরশীল। শিশু ও ফিলিস্তিনিদের মানুষের

খোঁয়াড়ে আবদ্ধ রেখে ইসরাইল বিশ্ব কুখ্যাতি অর্জন করেছে। এমনকি, সেখানে ১০-১২ বছরের শিশুদেরও জেলক্যাম্পে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

ইসরাইলের জন্মই হয়েছে অবৈধভাবে এবং পুরো ফিলিস্তিনের প্রতিটি ইঞ্চি জমিই মুসলমানদের – শায়খ আহমাদ ইয়াসীন

শায়খ আহমাদ ইসমাইল হাসান ইয়াসিন (২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৬ – ২২শে মার্চ ২০০৪) (আরবিঃ الشيخ أحمد إسماعيل حسن ياسين) একজন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব, **ফিলিস্তিনি** রাজনীতিবিদ, ফিলিস্তিনের শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রপথিক ও ধর্মীয় নেতা। তিনি গাযা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং হামাস নামক স্বশস্ত্র রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর পরিবারের সাথে গাযার শরণার্থী শিবিরে আসেন। মাত্র বারো বছর বয়সে বন্ধূর সাথে খেলতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তিনি পড়াশোনার জন্য আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হলেও পরবর্তীকালে শারিরীক অক্ষমতার কারণে সেখানে পুরো পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। এছাড়া তিনি মসজিদে ইমামতি করেতেন এবং খুতবাও দিতেন। তার বলিষ্ঠ যুক্তি এবং উপস্থাপন ভঙ্গী তাকে ফিলিস্তীনের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের পর শায়খ তার বক্তব্যে ফিলিস্তীনের প্রতিরোধের দিকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। তিনি এসময় ইসলামী সমাজ সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অবরুদ্ধ জনগণ, আহত এবং বন্দীদের জন্য ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন সামাজিক কাজের মাধ্যমে তিনি ফিলিস্তিনী জনগণের প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি প্রথমবারের মত গ্রেফতার হন এবং ইহুদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে জনগণকে উস্কানী দেয়ার অভিযোগে তার ১৩ বছরের জেল হয়। ১৯৮৫ সালে তিনি ছাড়া পান।১৯৮৭ সালে তিনি হামাস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে হাসপাতাল, এনজিও, স্কুল, লাইব্রেরী গঠনের মাধ্যমে জনগণের মন আকর্ষন করলেও ধীরে ধীরে হামাস ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে একটি স্বশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৯১ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মত গ্রেফতার হন।১৯৯৭ সালে ছাড়া পেয়ে দ্বিগুন উদ্যমে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন।তাকে হত্যার জন্য ইসরাইল বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ২২ মার্চ ২০০৪ সালের ভোরে

ফজরের নামাজে যাবার সময় ইসরাইলী বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে মিসাইল ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে। কিছুক্ষণ পরেই চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হুইল চেয়ারের অংশ এবং ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাওয়া দেহের বিভিন্ন অংশগুলো কুড়িয়ে আনে স্থানীয়রা। সেদিন তার সাথে তিনজন বডিগার্ডসহ মসজিদ থেকে নামাজ শেষে বেরুনো মুসল্লিদের মধ্যে থেকে আরো ৫ জন মারা যান। গুরুতর আহত হয় প্রায় ১৭ জন। যাদের মধ্যে শহীদ ইয়াসিনের দুই পুত্রও ছিল। খ্রিষ্টান-মুসলমান নির্বিশেষে দু'লাখ লোকের ঢল নেমেছিল তার শেষকৃত্যে।

তার জানাযায় বিপুল পরিমাণ ফিলিস্তীনী জনগণের সমাগম হয়। বিশ্বের অনেক দেশ এবং অনেক সংগঠন তার হত্যাকান্ডের নিন্দা জানায়।[16]

মানুষ হত্যার যে ইতিহাস লিখে শেষ করা অসম্ভবঃ

সব বয়সের মানুষ মিলিয়ে কি পরিমাণ মানুষ হত্যা করেছে ইসরাইল সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারবে না। শুধু ১৯৭৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বলা হয় ১ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ভিটেবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে শরনার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছেন প্রায় ৭ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি।

النِّهَايَةُ:

قَالَ تَعَال:

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا﴾

এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।[17]

﴿وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾

---

16 উইকিপিডিয়া

17 সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৭

তারপর আমি বনী ইসলাঈলকে বললামঃ এ দেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সময়টি আসবে, তখন তোমাদের কে জড়ো করে নিয়ে নিয়ে আসব।[18]

বিভিন্ন তাফসীরে সুরা বনী ইসরাইলের ১০৪ নাম্বার আয়াতে فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ বলতে আখেরাতের কথা বুঝিয়েছেন।
আমরা যেসব কারণে এই আয়তে "অতঃপর যখন দ্বিতীয় সময়টি আসবে" অনুবাদ করলামঃ
১। একই কথা একই শব্দে সুরা বনী ইসরাইলের ৭ নাম্বার আয়াতে এসেছে, সুতরাং একই অর্থ নেয়া মুনাসিব।
২। হাশরের মাঠে জড়ো করার সাথে বনী ইসরাইলের কোন আলাদা বিশেষত্ব নেই।
৩। ফাসাদ এবং উত্থানের কোন বিষয় হাশরের ময়দানে নেই।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে উড়ে এসে ফিলিস্তিনে জুড়ে বসাঃ

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾

অতঃপর যখন দ্বিতীয় সময়টি আসবে, তখন তোমাদের কে জড়ো করে নিয়ে নিয়ে আসব।[19]
একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রথমতঃ ইহুদীরা ইউরুপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে রিফিউজী হিসাবে ফিলিস্তিনে আশ্রয় নেয়। অবশেষে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বরাজনীতির অংশ হিসাবে ওদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে এসে ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যারা ওদেরকে এখানে নিয়ে আসল তাদের দেশ সমূহে কি জায়গা ছিল না? অবশ্যই ছিল। ইউরুপ আমেরিকায় মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের জায়গা হয়, পাস্পোর্ট পায়, জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়। ওদের জায়গা হল না কেন? কারণ ওদের কাছে এদের হাকীকত জাহির হয়ে গিয়েছে আগেই। যে কারণে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের গণহত্যা সমূহ দেখেও না দেখার ভান করে বিশ্বমোড়লেরা। আয়াতের যেই অর্থ আমরা নিলাম সেই অর্থ যদি সঠিক হয়,

---

[18] সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত ১০৪
[19] সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত ১০৪

তাইলে বিশ্বমোড়লেরা ওদেরকে সঠিক জায়গায় পৌছিয়ে দিয়েছেন। তাদের শেষ পতন এখানেই।

جاء في التوراة:
25 وَأَنْتَ أَيُّهَا النَّجِسُ الشِّرِّيرُ، رَئِيسُ إِسْرَائِيلَ، الَّذِي قَدْ جَاءَ يَوْمُهُ فِي زَمَانِ
إِثْمِ النِّهَايَةِ،
26 هكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: انْزِعِ الْعَمَامَةَ. ارْفَعِ التَّاجَ. هذِهِ لاَ تِلْكَ. ارْفَعِ
الْوَضِيعَ، وَضَعِ الرَّفِيعَ.
27 مُنْقَلِبًا، مُنْقَلِبًا، مُنْقَلِبًا أَجْعَلُهُ! هذَا أَيْضًا لاَ يَكُونُ حَتَّى يَأْتِيَ الَّذِي لَهُ
الْحُكْمُ فَأُعْطِيَهُ إِيَّاهُ. [20]

وَتَفْسِيْرُ الآيَاتِ كَمَا فَسَّرَه اليَهُوْدُ:

يوجه الله حديثه ضد صدقيا الملك مباشرة، الذي يحطم شعبه بشرِّه، قائلًا: "وأنت أيها النجس الشرير" [25]، لقد جاء يوم نزع العمامة ورفع تاج الملك عنه [26]. لقد ظن في نفسه أنه عظيم فحطم شعبه، لهذا ينقلب الحال، ويفقد الملك تاجه إلي الأبد "منقلبًا منقلبًا أجعله" [27]. ويُنزل بهذا الملك المتعجرف إلي الحضيض "حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه" [27]. يأتي السيد المسيح باتضاعه فيملك إلى الأبد.

21:25 And thou, profane wicked prince of Israel, whose day is come, when iniquity shall have an end,
21:26 Thus saith the Lord GOD; Remove the diadem and take off the crown: this shall not be the same: exalt him that is low, and abase him that is high.
21:27 I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no more, until he come whose right it is; and I will give it him.[21]
২৫ আর ওহে ইস্রায়েলের দুষ্ট নেতারা, তোমরা হত হবে। তোমাদের শাস্তির সময় এসেছে, শেষ দশা ঘনিয়ে আসছে!”

---

[20] العهد القديم ، سفر حزقيال ، إصحاح 21 ، الآيات 25 ، 26 ، 27:
[21] OLD TESTAMENT, KJV, Ezekiel 21

২৬ প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, “শিরস্ত্রান খুলে ফেল! মুকুট খুলে নাও! পরিবর্তনের সময় এসেছে। গণ্যমান্য নেতাদের নত করা হবে আর যারা সাধারণ তারা গণ্যমান্য নেতা হবে।
২৭ আমি শহরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করব। এরকমটি আগে কখনও হয়নি, কিন্তু আমি এমন এক জনকে শহরটি দেব যার এটি দাবী করবার অধিকার আছে।” [22]

তাওরাতের আরবী ভার্সনে এসেছে “রঈসু ইসরাইল” অর্থাৎ ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট বা প্রধান। তার মানে ইসরাইল নামে একটি রাষ্ট্রের কথা এখানে বলা হয়েছে। বুখতানাচ্ছারের সময় ইসরাইল ও ঈয়াহুজা নামে ইসরাইলীদের দুটি রাষ্ট্র ছিল। বুখতানাচ্ছারকে দিয়ে আল্লাহ উভয় রাষ্ট্রকে শায়েস্তা করেছিলেন। ২য় ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। রিফিউজীদের স্বপ্নের এই রাষ্ট্রের পতন যে হবে তা ১০০% নিশ্চিত। হয়তো সময় বেশী বাকী নাই।

২০২২ সালঃ ইসরাইল রাষ্ট্রের কি পতন হতে যাচ্ছে?

نهاية دولة إسرائيل 2022 م 1443 هـ:

قَال الكَاتِبُ وَالبَاحِثُ بَسَّام نهاد جَرَّار: محاضرة مكتوبة للكاتب العراقي محمد أحمد الراشد، وهي محاضرة تتعلق بالنظام العالمي الجديد، وقد يستغرب القارئ أن تتضمن هذه المحاضرة الجادة الكلام التالي الذي أنقله بالمعنى: عندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل عام 1948م دخلت عجوز يهودية على أم محمد الراشد وهي تبكي، فلما سألتها عن سبب بكائها وقد فرح اليهود، قالت: إن قيام هذه الدولة سيكون سببا في ذبح اليهود. ثم يقول الراشد إنه سمعها تقول إن هذه الدولة ستدوم 76 سنة[23].
ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ أَوْرَدَ الكَاتِبُ بَعْضَ القَرَائِنِ على إِثْبَاتِ أَنَّ زَوَالَ دَوْلَةِ إِسْرَائِيْلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ فِي عَام 2022 م / 1443 ه ، أَذْكُرُ بَعْضَهَا

[22] বাংলা বাইবেল, এজেকিয়েল ২১

[23] زوال إسرائيل 2022 م ص 24

1. تدوم إسرائيل وفق النبوءة الغامضة 76سنة، أي 19×4 .ويفترض أن تكون ال76 سنة هي سنين قمرية، لأن اليهود يتعاملون بالشهر القمري، ويضيفون كل ثلث سنوات شهرا للتوفيق بين السنة القمرية والشمسية . عام 1948م هي 1367هـ. على ضوء ذلك إذا صحت النبوءة فإن إسرائيل ستدوم حتى 1367+76 = 1443هـ.

2. سورة الإسراء تسمى أيضا سورة بني إسرائيل، وهي تتحدث في مطلعها عن نبوءة أنزلها اللهُ على موسى عليه السلام في التوراة، وهي تنص على إفسادتين لبني إسرائيل في الأرض المباركة، على صورة مجتمعية، أو ما يسمى اليوم صورة دولة، ويكون ذلك عن علو واستكبار، يقول سبحانه وتَعَالى: ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا(7) ﴾

أما الأولى فقد مضت قبل الإسلام، وأما الثانية والأخيرة فإن المعطيات تقول إنها الدولة التي قامت في فلسطين عام 1948م. والملاحظ أن تعبير ﴿وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ لم يرد في القرآن الكريم إلا مرتين: الأولى في الكلام عن الإفسادة الثانية في بداية السورة، والثانية أيضا في الكلام عن المرة الثانية قبل نهاية سورة الإسراء الآية 104.
إذا قمنا بإحصاء الكلمات من بداية الكلام عن النبوءة ـ وآتينا موسى الكتاب ـ إلى آخر كلام في النبوءة ـ فإذا جاء وعد الخرة جئنا بكم لفيفا ـ فسوف نجد أن عدد الكلمات هو 1443 كلمة، وهو رقم يطابق الرقم الذي خلصنا إليه في البند رقم 1 أي: 1367هـ +76 = 1443هـ.

3. هاجرالرسول صلى الله عليه و سلم بتاريخ 622/9/20م ويذهب ابن حزم الظاهري إلى أن العلماء قد أجمعوا على أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة، أي عام 621م. ومع شكنا في صحة الإجماع، إل أن الأقوال الراجحة لنْ تخرج عن العام 621م، وكذلك لا يتصور تراخي نزول فواتح سورة الإسراء عن حادثة الإسراء نفسها. على ضوء ذلك إذا صحت النبوءة، فكانت نهاية إسرائيل عام 1443هـ ، فإن عدد السنين القمرية من وقت نزول النبوءة (من زمن حادثة الإسراء، وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى). إلى زوال إسرائيل هو 1444، لأنَّ الإسراء قبل الهجرة بسنة. وهذا الرقم 1444 هو: 19×76 .لحظ أن 76 هو عدد السنين القمرية لعمر إسرائيل، أي أن المدة الزمنية من نزول النبوءة، إلى زوال إسرائيل هي 19 ضعفا لعمر إسرائيل

5. 935 ق. م توفي سليمان عليه السلام ، وانقسمت الدولة، وبدأ الفساد، جاء في العهد القديم . سفر الملوك الثاني . الصحاح السابع عشر(20 فَرَذَلَ الرَّبُّ كُلَّ نَسْلِ إِسْرَائِيلَ، وَأَذَلَّهُمْ وَدَفَعَهُمْ لِيَدِ نَاهِبِينَ حَتَّى طَرَحَهُمْ مِنْ أَمَامِهِ، 21 لأَنَّهُ شَقَّ إِسْرَائِيلَ عَنْ بَيْتِ دَاوُدَ، فَمَلَّكُوا يَرُبْعَامَ بْنَ نَبَاطَ، فَأَبْعَدَ يَرُبْعَامُ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَرَاءِ الرَّبِّ وَجَعَلَهُمْ يُخْطِئُونَ خَطِيَّةً عَظِيمَةً.) وعليه تكون بداية الفساد الأول المذكور في فواتح سورة السراء عام 935 ق. م ونهاية الفساد الثاني والأخير عام 2022 م أو 1443هـ . وعليه يكون عدد السنين من بداية الفساد الأول إلى الإسراء هو 1556 سنة شمسية. ويكون عدد السنين من بداية الإسراء حتى نهاية الفساد الثاني هو 1444 سنة قمرية. والملحوظ أن 1556 هو عدد كلمات سورة الإسراء.

10 . كل كلمة من كلمات سورة الإسراء تعني سنة لأن مجموع الكلمات 1556كلمة قابلت 1556 سنة، كما ورد في البند 5 ، وكما ورد في البند 1 .عدد آيات سورة الإسراء والتي تسمى سورة بني إسرائيل: 111 آية، ويلحظ أن سورة يوسف هي 111 آية وَلَا يوجد غيرهما في القرآن تماثل هذا العدد، ونحن نعلم أن سورة يوسف تتحدث عن نشأة بني إسرائيل، وأن سورة الإسراء المسماة أيضا سورة بني إسرائيل تتحدث عن آخر

وجود لبني إسرائيل في الأرض المباركة .تنتهي كل آية من آيات سورة الإسراء بكلمة مثل: وكيلا ، شكورا ، نفيرا ، لفيفا... الخ (أي أن هناك 111 كلمة. وعندما تحذف الكلمات المتكررة نجد أن عدد الكلمات هي 76 كلمة. أي 19 ×4 ،ولا ننسى أن كل كلمة تقابل سنة، وأن الرقم 76 هو محور حديثنا في كل هذا البحث.
الآيات التي عدد كلماتها 19 كلمة هي 4 آيات، أي أن عدد كلماتها 19 ×4 76 =ومرة أخرى العدد 76[24].

حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ . إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ "[25]
আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের সঙ্গে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের যুদ্ধ না হবে। মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা গাছের পিছনে লুকিয়ে থাকবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই তো ইয়াহুদী আমার পিছনে লুকিয়ে আছে। এসো, তাকে হত্যা কর। কিন্তু ‘গারকাদ’ নামক গাছ দেখিয়ে দিবে না। কারণ এটা হচ্ছে ইয়াহুদীদের সহায়তাকারী গাছ।[26]

---

[24] زوال إسرائيل 2022 م
[25] صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، بَاب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنْ الْبَلَاءِ ، حديث 2922
[26] সহিহ মুসলিম ২৯২২